BNGA(HN)-05

West Bengal State University

B.A./B.Sc./B.Com (Honours, Major, General) Examinations, 2015

PART – III

বাংলা — সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

সময় : ৪ ঘন্টা পূর্ণমান : ১০০

উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নমানের নির্দেশক।

১। সাহিত্যিক মহাকাব্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করো। বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য কোন্ কোন্ গুণে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলে চিহ্নিত হয়েছে তা যথাযথ বিষয়ানুসারে আলোচনা করো। ১০ + ১০

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করো : ১০ + ১০

ক) পত্রকাব্য

খ) ওড বা স্তোত্রকবিতা

গ) শেক্সপিয়রীয় সনেট।

২। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির পটভূমিতে 'বীরাঙ্গনাকাব্য'র বিষয় ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব আলোচনা করো। ১৬

অথবা

'বীরাঙ্গনাকাব্য' অবলম্বনে জনা পত্রিকা ও তারা পত্রিকা-র বিষয়ানুসারে এই দুই নায়িকাকে কী অর্থে 'বীরাঙ্গনা' বলা যেতে পারে বুঝিয়ে দাও। ১৬

৩। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার সূচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে, ক্রমশ সেই অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়েছে অন্যতর মাত্রায়। — প্রাসঙ্গিক কবিতায় এই ভাবনার সম্প্রসারণটি কীভাবে কাব্যভাষায় মূর্ত হয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো। ১৬

অথবা

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও শেষ কবিতা দুটি অবলম্বনে কবি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো। ১৬

৪। তোমাদের পাঠ্য কবিতাগুলির বিষয় ও আঙ্গিক বিচার করে কাজী নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব ও কাব্যভাবনার বিশেষ বিশেষ চারিত্র্যলক্ষণগুলি আলোচনা করো। ১৬

অথবা

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো : ৮ + ৮

ক) 'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে !
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে !'

খ) হয় তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা ?

৫। 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ইতিহাসের এক কিংবদন্তি, কিন্তু সেই প্রেক্ষাপটগত বাস্তবতা প্রসারিত হয়েছে আধুনিক ও সাম্প্রতিক যুগবাস্তবতায় — কবিতাটি অবলম্বনে ভাবনাটি বিস্তারিত করো। ১৬

অথবা

'পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেই-কো ঠাঁই।'

— কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ ? দেশ, জাতি ও সমাজের কোন্ সংকট মুহূর্তে কবির এই কঠোর মন্তব্য তা বিশ্লেষণ করো। ২ + ১৪

৬। নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করো : ১৬

"গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন্ মায়া
গ্যাসের আলো জ্বালা এ দিনশেষে।

কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে,
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা।

সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।

কিংবা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নক বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুঁড়েয় যাবে ফেলে।

অথবা

এত প্রেমকথা —
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে ! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !

আমাদেরি কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে — তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে — প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।